দক্ষতা উন্নয়ন সংবাদ পরিক্রমা

এনএসডিসি সচিবালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

নভেম্বর ২০১৬

ভারতে অনুষ্ঠিত ৭ম Global Skills Summit এ এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার অংশগ্রহণ

বিগত ৬-১১ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ভারতের কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ এর আয়োজনে ৭ম Global Skills Summit এ অংশগ্রহণের নিমিত্তে এবং অত্র অঞ্চলের দক্ষতা সংক্রান্ত সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান এনএসডিসি (ন্যাশনাল স্কিলস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন) পরিদর্শন, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্টিফিকেশন সংস্থার আঞ্চলিক কার্যালয় পরিদর্শন ইত্যাদির লক্ষ্যে এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ভারত ও শ্রীলংকা ভ্রমণ করেন।

চিত্র ১: ভারতের কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ এর আয়োজনে ৭ম Global Skills Summit এ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, এনএসডিসি সচিবালয় বক্তব্য প্রদান করছেন।

সফরকালে এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শ্রীলংকার কলম্বোতে অবস্থিত সিটি এন্ড গিল্ডস্ যুক্তরাজ্য ভিত্তিক চ্যারিটি সংস্থাটির দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে সেই দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীদের কিভাবে আন্তর্জাতিক সনদায়নের ব্যবস্থা করে বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সমূহের উপযোগী সনদায়নের ব্যবস্থা করছে তা পরিদর্শনের লক্ষ্যে আঞ্চলিক কার্যালয়ের পরিচালক মুফতি হাকিমের আমন্ত্রণে উক্ত প্রতিষ্ঠান গমন ও পরিদর্শন করেন। সেখানে ভবিষ্যতে দক্ষ জনশক্তির আন্তর্জাতিক সনদায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যৌথ সনদায়নের মাধ্যমে সুবিধাজনক চুক্তি সাপেক্ষে কিভাবে সুবিধা পেতে পারে- এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়।

এরপর তিনি কলম্বোতে অবস্থিত সৌন্দর্য বিষয়ক স্কুল, VLCC Institute পরিদর্শণ করেন। সমস্ত এশিয়া জুড়ে এ বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের ৫০টি অপারেশনাল ইউনিট রয়েছে এবং এদের সম্পূর্ন কোর্স কারিকুল্যাম ইন্টারন্যাশনাল এ্যাক্রিডিটেশন অর্গানাইজেশন দ্বারা পরিচালিত হয়। এ প্রতিষ্ঠান সৌন্দর্য এবং পুষ্টিবিষয়ক বিভিন্ন কোর্স যেমনঃ কসমোটোলজি, চুল পরিচর্যা, ত্বক পরিচর্যা, মেকআপ, স্পা থেরাপি, পুষ্টি ও ওজন ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি পরিচালনা করে থাকে। VLCC ইন্সটিটিউটের ইন্সট্রাক্টর সম্প্রতি ইউনিলিভারের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ প্রায় ৩০০ জনকে সৌন্দর্য বিষয়ক কোর্সে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। বাংলাদেশে উদীয়মান ও অগ্রগামী বিউটিফিকেশন ট্রেড কোর্সের কারিকুল্যার উন্নয়ন এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা অর্জনের জন্য কি ধরনের ভবিষ্যত পরিকল্পনা প্রয়োজন তা অর্জনের জন্য এ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের সিলিকন ভ্যালির সফল উদ্যোক্তা ভারতীয় বংশোদ্ভুত জনাব রমেশ ওয়াদওয়ানি ২০০০ সালে "Wadhwani Foundation" প্রতিষ্ঠা করেন যা সমগ্র ভারতে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এই ফাউন্ডেশনটি বর্তমানে ভারতসহ ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, পূর্ব আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকা সরকারের সহায়তায় বিভিন্ন শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কর্পোরেট, মেন্টর, ইনভেস্টর তৈরিতে ভূমিকা রাখছে। মূলত অনলাইনে পরিচালিত বিভিন্ন কোর্সের মাধ্যমে জনগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে চাকুরী/কর্মসংস্থানের জন্য এ্যান্ট্রিপ্রেনারশীপ, দক্ষতা এবং ইনোভেশনের উন্নয়ন সাধন এ ফাউন্ডেশনের মূল উদ্দেশ্য। এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ভারতের ব্যাঙ্গালুরে Wadhwani Foundation পরিদর্শন করেন। প্রতিষ্ঠানটির সাথে আলোচনা চলাকালে তারা বাংলাদেশে অন-লাইন সিস্টেমে এ কোর্স চালু করা ও তা পরিচালনা করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে।

এই সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য

- প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, এনএসডিসি সচিবালয়ের ভারত ও শ্রীলংকা সফর;
- অস্ট্রেলিয়া এওয়ার্ডস পরিচালিত Nation Supporting the Strengthening of TVET: Policy and Management শীর্ষক স্বল্পমেয়াদী কোর্সে অংশগ্রহণ;
- ভিয়েতনামে অনুষ্ঠিত 'Green Skills for Sustainable and Inclusive Growth শীর্ষক ASEM Conference এ অংশগ্রহণ;
- সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত টিভিইটি লিডারশিপ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ;
- আইডিইবিতে 'স্কিলস ফর ফিউচার ওয়ার্ল্ড অব ওয়ার্কস' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত;
- আইডিইবিতে 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ অবহিতকরণ' শীর্ষক ৫টি ভিন্ন ব্যাচের কর্মশালা অনুষ্ঠিত;
- Finalization of ISC Cluster শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত;
- এনএসডিসি এ্যাকশন প্ল্যান (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রণয়ন ও প্রস্তুতকরণ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত;
- 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ পুনঃরীক্ষণ' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত;
- এ্যাপ্রেন্টিসশিপ স্ট্র্যাটেজি চূড়ান্তকরণের জন্য কর্মশালা অনুষ্ঠিত।

বর্তমানে বাংলাদেশে টিভিইটি সেক্টরকে জনপ্রিয় করতে এবং দূরবর্তী ও দুর্গম স্থানে এ সেক্টরের শিক্ষণ উপকরণসমূহ ছড়িয়ে দিতে 'ভার্চুয়াল পাঠশালা' কনসেপ্টে এ ধরনের কোর্স চালু করা গেলে তা সফল হবে। গত ৯-১০ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে কনফেডারেশন অব

চিত্র ২: "Wadhwani Foundation" প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাথে সিইও, এনএসডিসি সচিবালয়।

ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ এর উদ্যোগে ভারতের হায়দ্রাবাদ শহরে দুই দিন ব্যাপি ৭ম CII Global Summit on Skill Development ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। এ সামিটের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল Networking for Globally Transferable Skills। দুই দিন ব্যাপী এ সম্মেলনের প্রতিদিন ৫টি করে সেশন সম্পন্ন হয়। প্রথম দিন (৯ নভেম্বর, ২০১৬) এ সামিট উদ্বোধন করেন কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ এর চেয়ারম্যান জনাব প্রমোদ ভাসিন এবং এ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন ভারত সরকারের সম্মানিত শ্রম ও কর্মসংস্থান এর ইউনিয়ন মন্ত্রী শ্রী বালদারু দত্তরিয়া। সামিটের প্রথম দিনের সেশন ৩-এ 'Strategic Plan: Towards a Skill Delivery System'-এ স্থানীয় সময় বেলা ২.৩০ থেকে ৩.৩০ পর্যন্ত সময়কালে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, এনএসডিসি সচিবালয় বক্তব্য প্রদান করেন।

চিত্র ৩: ভারতে অনুষ্ঠিত ৭ম Global Skills Summit এর মেকট্রনিক্সের একটি স্টল।

বাংলাদেশের জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন হয়েছে সে অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে এ উপস্থাপন করা হয়। সামিটের প্রথম দিনে ১ম দিন নিম্নলিখিত সেশন সমূহ সম্পন্ন হয়:

Session 1: Networking for Globally Transferable Skills
Session 2: Right Skills for the Right Jobs
Session 3: Strategic Plan: Towards a Skill Delivery System
Session 4: Viable and Scalable models-Sharing of Best Practices
Session 5: Impact Session

চিত্র ৪: ভারতে অনুষ্ঠিত ৭ম Global Skills Summit এর কুলিনারী একাডেমীর দুইটি স্টল।

সামিটের ২য় দিন (১০ই নভেম্বর, ২০১৬) নিম্নের ৫টি সেশন সম্পন্ন হয়:-

Session 1: Transforming the Skill Landscape
Session 2: Skilling India for Make in India
Session 3: Skilling for Golden Telangana & Discussion on Telangana State Draft Skill Policy
Session 4: Enabling Policy: Towards Quality & Inclusion
Session 5: Employment Solutions for Global Growth

এ ভ্রমণের অংশ হিসেবে ভারতের নয়াদিল্লিতে অবস্থিত CEMCA এর প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন।

Commonwealth of Learning যা Commonwealth ভুক্ত দেশসমূহ কর্তৃক সদস্যদের দ্বারা ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৪ সালে কানাডার ভ্যানকুভারে Commonwealth Education Media Centre for Asia (CEMCA) নামক একটি আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় যার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানো।

চিত্র ৫: CEMCA এর প্রতিনিধিদের সাথে সিইও, এনএসডিসি সচিবালয়।

প্রতিষ্ঠানটি এ অঞ্চলের বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, সিঙ্গাপুর ও ব্রুনাই দারুস সালামে কাজ করছে। ১৯৯৮ সালে ভারত সরকার ও Commonwealth of Learning (CoL) এর মধ্যে এ অঞ্চলে হোস্ট কান্ট্রি হিসেবে ভারত উল্লেখ করে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং CEMCA এর এশিয়া অঞ্চলের হেড কোয়ার্টার ভারতের নয়াদিল্লিতে অবস্থিত। CEMCA এর সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য হলো distance education এর জন্য electronic media resources এর ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা। CEMCA এর Open Schooling শিরোনামে ভারতে Virtual Open Schooling (VOS) চালুকরণের লক্ষ্যে National Institute of Open Schooling (NIOS) কোর্স প্রস্তুতকরণ ও eContent- এর উন্নয়ন সাধন করছে। এসকল কোর্স সেকেন্ডারী শিক্ষাস্তরে VOS-এর মাধ্যমে digital delivery করতে ৫টি বিষয়ে কোর্সের উন্নয়নসাধন করছে যথা: ইংরেজী, হিন্দি, অর্থনীতি, সমাজবিদ্যা ও বিজনেজ স্টাডিজ। তাছাড়া শিল্প-সম্পর্কিত কোর্স পরিচালনার জন্য ভারতের National Skills Qualification Framework অনুসরণ করে বিভিন্ন modular programme-এর উন্নয়ন সাধন করা হচ্ছে, যেমন- ইতোমধ্যে NIOS Sound Technician' এর জন্য ২টি lesson এবং ১০টি ভিডিও তৈরি করছে। তাছাড়া Nursing Assistance and Geriatric Care Assistance নামেও ২টি মডিউলার কোর্সের লার্ণিং ম্যাটেরিয়াল CEMCA তে রয়েছে। শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের ICT সংক্রান্ত পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ২০১৪-১৫ সালে তাদেরকে ICT ট্রেনিং প্রদান করা হয়। Open Educational Resources (OER)-এর উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের Teaching Quality বৃদ্ধি করতে OER-এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে CEMCA সহায়তা প্রদান করছে। এছাড়া Quality Assurance of Open Educational Resources নামে OER-এর কোয়লিটি এ্যাসুরেন্সের জন্য Software রয়েছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতার উন্নয়নে ভারতের National Skills Qualification Framework অনুসারে Vocational Curricula এর উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। NSQF অনুসরণ করে ইলেকট্রনিক্স, IT, অটোমেটিভ, Beauty ও Wellness সেক্টরে এ পর্যন্ত ৪টি কারিকুল্যাম চূড়ান্ত করা হয়েছে। Community Radio Technology কোর্সটি ভারতের BEC-IL-এর সহযোগিতায় CEMCA প্রস্তুত করেছে এবং তারা এ বিষয়ে সার্টিফিকেট প্রদান করছে। ইতোমধ্যে Community Radio কে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে মালদ্বীপ, শ্রীলংকা ও পাকিস্তানের সাথে তাদের বৈঠক হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার সকল দেশে টেকসই কমিউনিটি রেডিও চালুকরণের ব্যাপারে CEMCA আগ্রহী। বাংলাদেশে কমিউনিটি রেডিও এর মাধ্যমে TVET সেক্টরকে জনপ্রিয় করতে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে CEMCA, এনএসডিসি সচিবালয়ের সাথে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

চিত্র ৬: ভারতের একটি সিনিয়র সেকেন্ডারী স্কুলের শ্রেণীকক্ষ।

একইদিন বিকেলে অত্র অঞ্চলের স্কুল পর্যায়ের বৃত্তিমূলক শিক্ষার অবস্থা পর্যবেক্ষণের অংশ হিসেবে স্থানীয় একটি সিনিয়র সেকেন্ডারী স্কুল (৫ম -১০ম শ্রেণী পর্যন্ত) পর্যবেক্ষণ করা হয়। এরপর ভারতের NSDC এর প্রধান নির্বাহী ডঃ মনীষ কুমার এর সাথে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যাবলী বেগবান করতে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। ভারতের NSDC-National Skill Development Corporation নামে পরিচিত যা কেন্দ্রীয় সরকারের Skill Development & Entrepreneurship মন্ত্রণালয়ের অধীন। ভারতের NSDC মূলত ৩টি মূল ভূমিকা পালন করে থাকে, যথাঃ- ফান্ডিং ও ইনসেনটিভ প্রদান, সার্পোট সার্ভিস প্রদান দক্ষতা উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট প্রাইভেট সেক্টরের বৃহৎ সেক্টরের প্রকল্পের রূপান্তরের জন্য সহায়তা প্রদান। ইউনিভার্সেল ট্রেডের এর জন্য ইউনিভার্সেল কারিকুলাম প্রনয়ণের ব্যাপারেও তারা একমত পোষণ করেন।

অস্ট্রেলিয়া এওয়ার্ড পরিচালিত টিভিইটির স্বল্পমেয়াদী কোর্সের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ

গত ২ থেকে ২২শে অক্টোবর ২০১৬ তারিখে অস্ট্রেলিয়াতে অনুষ্ঠিত অস্ট্রেলিয়া এওয়ার্ডস পরিচালিত Nation Supporting the Strengthening of TVET: Policy and Management শীর্ষক স্বল্পমেয়াদী কোর্সে এনএসডিসি সচিবালয়ের পরিচালক (উপসচিব) জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র ৭: এনএসডিসি সচিবালয়ের পরিচালক (উপসচিব) জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম অস্ট্রেলিয়া এওয়ার্ডস পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সে বক্তব্য প্রদান করছেন।

চিত্র ৮: অস্ট্রেলিয়া এওয়ার্ডস পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিগণ।

টিভিইটি সেক্টরকে শক্তিশালীকরণে বিভিন্ন দেশের সরকারি মহলের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

এ প্রশিক্ষণ কোর্সে বাংলাদেশ থেকে অংশগ্রহণকারী ১৪ জন, ভুটান থেকে অংশগ্রহণকারী ৪ জন এবং শ্রীলংকা থেকে অংশগ্রহণকারী ২ জন প্রতিনিধি ছিলেন। এই স্বল্পমেয়াদী কোর্স Queensland University of Technology (QUT)-এর আয়োজনে অস্ট্রেলিয়ার ব্রিজবেন, ক্যানবেরা এবং মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কোর্সের উদ্দেশ্য অস্ট্রেলিয়া সরকার সেই দেশের টিভিইটি সেক্টরের কি রকম সহায়তা ও ব্যবস্থাপনা প্রদান করছে তা অবলোকন করে বাংলাদেশে বিদ্যমান টিভিইটি সেক্টরের উন্নয়নে সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এ কোর্স সমাপ্তিতে অংশগ্রহণকারী সকলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা পেয়েছে বলে উল্লেখ করেন:

১. টিভিইটি পলিসি উন্নয়ন ও পুনর্গঠন,
২. ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম,
৩. চাহিদা মাফিক টিভিইটি সিস্টেম প্রস্তুতকরণ,
৪. লার্নিং পরিবেশ উন্নয়নের কৌশলপত্র তৈরি,
৫. সেক্টর সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন,
৬. টিভিইটির জন্য টেকসই/বিকল্প ফিনান্সিং ব্যবস্থা প্রদান,
৭. ন্যাশনাল কম্পিটেন্সি এবং এক্রিডিটেশন স্ট্যান্ডার্ড উন্নয়নের জন্য কলাকৌশল,
৮. টিভিইটি সেক্টরে জেন্ডার ক্ষমতার জন্য নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির ও অন্তর্ভুক্তির জন্য ধারাসমূহ সনাক্তকরণ,
৯. ইনফরমাল সেক্টরের কর্মীদের জন্য নতুন TVET প্রোগ্রাম ডিজাইন করা।

এ প্রশিক্ষণ কোর্সে টিভিইটি World: Inter action with Labour Market, বাংলাদেশ, শ্রীলংঙ্কা ও ভুটানের টিভিইটি সিস্টেম-এর ম্যাট্রিক্স তৈরি ও তা পুনঃরীক্ষণ, Australia Dept. of Foreign Affairs & Trade (DFAT)-এর দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ার মানবসম্পদ উন্নয়ন গৃহীত প্রোগ্রাম, Australia Dept. of Industry, Innovation & Science-এর কার্যক্রম ও দক্ষতা উন্নয়নে তাদের গৃহীত কৌশলপত্র, Australia VET system, অস্ট্রেলিয়ান লেবার মার্কেট, TAFE (Technical and Further Education) কার্যাবলী, অস্ট্রেলিয়ার টিভিইটি'র কোয়ালিটি এবং স্ট্যান্ডার্ড, অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডে টিভিইটি রিফর্ম, দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ এজেন্ডা, অস্ট্রেলিয়ান ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস্ কমিটি, Skills Service Organization (SSOs), (ISCs) সম্পর্কে ধারনা প্রদান, কুইন্সল্যান্ডের মোটর ট্রেড এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠান, পলিসি এন্ট্রিপ্রেনারশীপ, কমিউনিটি নির্ভর প্রশিক্ষণ ও চাকুরী ইত্যাদি আলোচিত হয়। এ প্রশিক্ষণ কোর্সের অংশরূপে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিগণ অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরা পরিদর্শন, পার্লামেন্ট হাউজ পরিদর্শন, Currumbin Wildlife Sanctuary, Gold Coast, Harbour Town Shopping Centre পরিদর্শন, South Bank, Brisbane-এ বিভিন্ন শিল্প সেক্টর পরিদর্শন, Fortitude Valley পরিদর্শন, Eight mile Plains পরিদর্শন, MTA (Motor trade Association Institute পরিদর্শন করেন।

'Green Skills for Sustainable and Inclusive Growth' শীর্ষক ASEM সম্মেলনে অংশগ্রহণ

চীন, সাইপ্রাস, ইতালী, লাওস, রোমানিয়া, সুইজারল্যান্ড ও ভিয়েতনামের যৌথ আয়োজনে ভিয়েতনামের শহর হ্যানয়ে গত ২৭-২৮ অক্টোবর ২০১৬ এই দুইদিনব্যাপী 'Green Skills for Sustainable and Inclusive Growth শীর্ষক ASEM Conference অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কনফারেন্সে এনএসডিসি সচিবালয়ের উপ-পরিচালক জনাব নেপাল চন্দ্র কর্মকার বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। কনফারেন্সের মূল উদ্দেশ্য এ অঞ্চলের দক্ষতা উন্নয়ন, জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ও টেকসই বৃদ্ধির সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য পথ/দিক নির্দেশনা প্রদান; এশিয়া ও

চিত্র ৯ঃ ভিয়েতনামের শহর হ্যানয়ে অনুষ্ঠিত 'Green Skills for Sustainable and Inclusive Growth শীর্ষক ASEM Conference এ অংশগ্রহণকারী এনএসডিসি সচিবালয়ের উপপরিচালক জনাব নেপাল চন্দ্র কর্মকার।

ইউরোপে দক্ষতার টেকসই উন্নয়নে Green Skill নিয়ন্ত্রণকারী ফ্যাক্টরসমূহ ভূমিকা ও ভবিষ্যত এ্যাসেস করা এবং জাতীয়, আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে টেকসই Green Economy গড়তে উপযুক্ত নীতি সনাক্তকরণ, কনফারেন্সে (ASEM) সরকারি কর্মকর্তা, গবেষক, বিশেষজ্ঞ, ILO, International Trade Union Confederation (ITUC), ASIA-Pacific and Asia-Europe Labour Forum, GIZ এর মোট ১০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। কনফারেন্সের প্রথম দিনে ভিয়েতনামের শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী জনাব Dao Nyoc Dzuny টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রতিটি দেশের পরিবেশগত ও সামাজিক আর্থিক চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নির্ধারণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির আহবান করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে Green Economy গড়তে Green Workplace –এ Green Skill এর যথেষ্ট অভাব রয়েছে এবং ভিয়েতনাম সরকার তা অনুধাবন করে Green Growth Strategy, National Green Growth Action Plan প্রনয়ণ করেছে যা সে দেশের আর্থ-সামাজিক চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে। মূলত এ কনফারেন্স এশিয়া ও ইউরোপ অঞ্চলের Green Skill এর টেকসই উন্নয়ন সাধনের অনুঘটক হিসেবে ক্রিয়াশীল হবে যা বিগত ১২তম ASEM Summit (যা ২০১৬ সালে উলানবাটোরে অনুষ্ঠিত)এ Sustainable Development Agenda ২০৩০- এর অন্যতম চ্যালেঞ্জ, কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী সকলে Green Growth বলতে শুধুমাত্র technological উন্নয়ন ব্যাখ্যা না করে বরং তা প্রতিটি দেশের নাগরিকদের soft skill কাজে লাগানো, পূর্ণবিন্যাসিত করা, এন্টারপ্রেনারদের উৎসাহিত করা, TVET সেক্টরকে সরাসরি Occupation কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত করা, economic, cultural, environmental & social knowledge দক্ষতা বৃদ্ধি করা যা টেকসই উন্নয়নে সমাজকে ধাবিত করবে। জীবনমূখী শিক্ষাকে উৎসাহিত করা ইত্যাদি উল্লেখ করে এ কনফারেন্সে ILO প্রদত্ত Sustainable Development, Decent Work ও Green Jobs এর গাইডলাইন সমর্থ করে যাবে কর্মসংযুক্ত macroeconomic &

চিত্র ১০ঃ ভিয়েতনামের একটি পটারি ভিলেজে কর্মরত নারী ও শিশু।

growth policy I targeted industry এ সেক্টরে Green Skill development উন্নীত করার উল্লেখ রয়েছে। প্রতিনিধিগণ তাদের স্ব স্ব দেশের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে সেই দেশের যুব, নারী ও অনগ্রসর জনসাধারণের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেই দেশের গৃহীত কৌশলপত্র/ Green Growth Strategy, টেকসই উন্নয়নের জন্য Greener Workplace- এ সকল প্রতিষ্ঠানকে পরিণত করার পন্থা ইত্যাদি বর্ণনা করে।

১১ঃ ভিয়েতনামের অনুষ্ঠিত ASEM Conference এ অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিগণ।

সারা বিশ্বে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের এজেন্ডাকে বাস্তবায়ন করতে ASEM-এর এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে যা যেকোন দেশের জাতীয় উন্নয়ন কৌশলপত্রের সাথে Green Skills ও Goal কে সম্পৃক্ত করবে বলে অংশগ্রহনকারীগণ মন্তব্য করেন। কনফারেন্সের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিনিধিগণ হ্যানয় শহর থেকে ৩০ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত পটারি ভিলেজ পরিদর্শন করেন। সেখানে কর্মরত প্রচুর নারী শ্রমিকের পাশাপাশি শিক্ষানবিস হিসেবে ফরাসী, অস্ট্রিয়া ইত্যাদি দেশের নাগরিকদের হাতে কলমে কাজ শিখতে দেখা যায়। ভিয়েতনামের হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী সিরামিক ও মাটি দিয়ে তৈরি এ পটারি শিল্প সেই দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানী হয়ে থাকে।

টিভিইটি লিডারশিপ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ

গত ১১-১৮ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে এনএসডিসি সচিবালয়ের উপপরিচালক জনাব মোঃ কামরুজ্জামান সিঙ্গাপুরের Nanyang Polytechnic Institute এ অনুষ্ঠিত TVET Leadership প্রোগ্রামের প্রথম ব্যাচে অংশগ্রহণ করেন। সরকারি/বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষকবৃন্দের সক্ষমতা উন্নয়নে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের STEP প্রকল্প এবং Nanyang Polytechnic Institute (সিঙ্গাপুরস্থ) এর মধ্যে পার্টনারশিপের আওতায় এ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্র ১২: সিঙ্গাপুরের অনুষ্ঠিত টিভিইটি লিডারশীপ প্রোগ্রামে এনএসডিসি সচিবালয়ের উপপরিচালক জনাব মোঃ কামরুজ্জামান এর অংশগ্রহণ।

এ প্রশিক্ষণে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের একজন, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের দুইজন, বিকেটিটিসি চট্টগ্রাম প্রতিষ্ঠান থেকে একজন, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের দুইজন অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন, এনএসডিসি সচিবালয়ের একজন, STEP প্রকল্পের দুইজন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুই জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ১২ অক্টোবর সকল অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিগণ NYPi প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণের সেশনে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সেশনের প্রথম পর্বে সকলকে অবহিত করেন যে, সিঙ্গাপুরের মোট জনসংখ্যা ৫.৬১ মিলিয়ন যার মধ্যে ৩.৪১ মিলিয়ন সিঙ্গাপুরিয়ান আর ৫,২৫,০০০ জন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট, এদেশের মূল সম্পদ সীমিত মানব মূলধন। এদেশের জাতীয় মানব সম্পদ কাউন্সিল (National Skills Development Council) রয়েছে যা বিভিন্ন শিল্প কারখানার চাহিদা, অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক এজেন্সির পরামর্শকে বিভিন্ন টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, পলিটেকনিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবসম্পদের চাকুরীপূর্বক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। সিঙ্গাপুরের শিক্ষা ব্যবস্থার উল্লেখ করে বলেন, ১৯৫৯ সাল থেকে সিঙ্গাপুরের টিভিইটি যাত্রা শুরু করে, ১৯৬১ সাল থেকে সেকেন্ডারী ভোকেশনাল, সেকেন্ডারী টেকনিক্যাল/ কর্মাশিয়াল, বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে, UNDP এর সহায়তায় ১৯৭০-৮০ সালে শিল্পের সাথে যুক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সরূপে, ৮০-৯০ সালে Transnational Technologist Training রূপে এবং ১৯৯০ সালের পর থেকে K.I.C Industries জীবনব্যাপী শিক্ষণ Continuum শিল্পের চাহিদার সাথে লিংকড প্রশিক্ষণ ইত্যাদি প্রচলিত রয়েছে। নিম্নে সিঙ্গাপুরের Industrial Development এর বিভিন্ন পর্যায় দেখানো হলো-

চিত্র ১৩: সিঙ্গাপুরের অনুষ্ঠিত টিভিইটি লিডারশীপ প্রোগ্রামে NYPi প্রতিষ্ঠানের সেশন।

১৯৭০- Labour Intensive
১৯৭০-৮০- Skills Intensive
১৯৮১-৯০- Technology Intensive
১৯৯১-২০০০- Innovation Intensive
২০০১-বর্তমান- Knowledge Intensive

তিনি বাংলাদেশের জনবলের দক্ষতা উন্নয়নে শিল্পখাতের চাহিদার সাথে সম্পৃক্ত প্রশিক্ষণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আরও বলেন যে, বাংলাদেশ যেমন স্বল্পমূল্যে মাত্র ১০৮ ডলারে Hepatitis এর বিস্ময়কর ঔষধ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে, উদীয়মান অর্থনীতির সূচকে ১০৭ নং ক্রমিকে রয়েছে, তেমনি নিজেদের অভ্যন্তরীন জনগণকে কর্মে নিয়োগের যোগ্যতা বৃদ্ধি করতে তাদেরকে TVET এর প্রতি আগ্রহী ও সেই সেক্টরে প্রশিক্ষিত হতে হবে। Nanyang Polytechnic Institute এর ইতিহাস সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করেন যে, ১৯৭০-৮০ সাল পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠান EDB Institute of Technology নামে সুপরিচিত ছিল। কালক্রমে এতে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, হেলথ্ সাইন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিজাইন, আইটি এবং Interactive ও ডিজিটাল মিডিয়া যুক্ত হয়ে তার পরিসর আরও ব্যাপকতর করেছে। এ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো জার্মানীর দ্বৈত পদ্ধতি অনুসরণ করে তৈরি হয়েছে এবং এর ফলে এ প্রতিষ্ঠান থেকে সার্টিফিকেটধারীরা জার্মান স্ট্যান্ডার্ড এর দক্ষ কর্মীর মর্যাদা লাভ করে। সমগ্র সিঙ্গাপুর জুড়ে এ ডুয়েল সিস্টেম প্রশিক্ষণের সফটওয়্যার চালু রয়েছে। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সকলে প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে টিভিইটি লিডারশীপ গড়ার কৌশল নিয়ে উপস্থাপন করেন এবং NYPi প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর সকলকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

আইডিইবিতে অনুষ্ঠিত 'স্কিলস ফর ফিউচার ওয়ার্ল্ড অব ওয়ার্ক' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ১৩ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় গণপ্রকৌশল দিবস উদযাপন

এবং 'স্কিলস ফর ফিউচার ওয়ার্ল্ড অব ওয়ার্ক' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থ ও পরিকল্পনা

চিত্র ১৪: আইডিইবিতে 'স্কিলস ফর ফিউচার ওয়ার্ল্ড অব ওয়ার্ক' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত।

বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, বিশেষ অতিথি ছিলেন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব অশোক কুমার বিশ্বাস ও বাংলাদেশ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ বুর্যোও মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোঃ সেলিম রেজা এবং সভাপতি ছিলেন আইডিইবির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি জনাব আব্দুল হামিদ। সেমিনারে পেপার উপস্থাপন করেন পঞ্চগড় টিএসসির অধ্যক্ষ সৈয়দ আব্দুল আজিজ।

আইডিইবিতে অনুষ্ঠিত 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ অবহিতকরণ' কর্মশালা

এনএসডিসি সচিবালয়, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সহযোগিতায় আইএলও এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং এর আয়োজনে আইডিইবি ভবনে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের অংশগ্রহণে ৫টি ভিন্ন গ্রুপে দুই দিনব্যাপি 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ অবহিতকরণ' কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১' সর্ম্পকে অবহিত করা এবং তা বাস্তবায়নকল্পে তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা। এ কর্মশালার প্রথম ব্যাচের উদ্বোধনী দিনে প্রধান অতিথি ছিলেন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব অশোক কুমার বিশ্বাস। তিনি এ দেশে দক্ষ জনবল তৈরিতে টিভিইটি সেক্টরকে আরও গুরুত্ব প্রদান করে এ সেক্টরের প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সকলের একান্ত সহযোগিতা কামনা করেন।

গত ২৮-২৯ অক্টোবর থেকে আইডিইবি ভবনের সম্মেলন কক্ষে 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ অবহিতকরণ' কর্মশালার প্রথম ব্যাচ, ৪-৫ নভেম্বর দ্বিতীয় ব্যাচ, ১১-১২ নভেম্বর তৃতীয় ব্যাচ, ১৮-১৯ নভেম্বর ৪র্থ ব্যাচ এবং ২৫-২৬ নভেম্বর কর্মশালার ৫ম ব্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালার সভাপতিত্ব করেন আইডিবির প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুল হামিদ। তাছাড়া প্রতিটি ব্যাচের কর্মশালা চলাকালে

চিত্র ১৫ঃ আইডিইবিতে 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ অবহিতকরণ' কর্মশালা অনুষ্ঠিত।

উপস্থিত ছিলেন আইএলও বি-সেপ প্রকল্পের পরামর্শক জনাব মানস ভট্টাচার্য, প্রোগ্রাম অফিসার হরিপদ দাস এবং ব্যাচগুলোর সেশনসমূহ পরিচালনা করেন এনএসডিসি সচিবালয়ের পরিচালক জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম, উপপরিচালক জনাব মোঃ কামরুজ্জামান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কারিকুল্যাম বিশেষজ্ঞ ডঃ শাহ আলম মজুমদার, জনাব এস এম শাহজাহান, এ এম জহিরুল ইসলাম প্রমুখ। দুই দিনব্যাপি অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় প্রথম দিন জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ অবহিতকরণ, এনএসডিসি সচিবালয়ের কার্যাবলী, বাংলাদেশে NTVQF এর বর্তমান অবস্থা, টিভিইটির Quality Assurance System, RTO criteria, CBT & A, RPL, ইন্ডাস্ট্রিয়াল লিংকেজ ও শিক্ষানবিসি, ক্যারিয়ার গাইডেন্স, ওঝঈ ইত্যাদি এবং দ্বিতীয় দিনে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ বাস্তবায়নে Action Plan প্রস্তুতকরণ, তা উপস্থাপন এবং Post Assessment এর মাধ্যমে মতামত সংযোজন করে তা চূড়ান্তভাবে প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ উপস্থাপন করেন। কর্মশালার ৫ম দিনের সমাপণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বঙ্গবন্ধু যাদুঘরের কিউরেটর, সাবেক শিক্ষা সচিব জনাব নজরুল ইসলাম খান। তিনি উন্নত দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উদাহরণ উল্লেখ করে বলেন যে, সেসকল দেশের মত আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা থেকে উচ্চ শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সহজ উপায় নির্ণয় করতে হবে এবং স্কুল পর্যায় থেকে সমাজে ব্যাপক হারে টিভিইটির সুফল প্রচারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

Finalization of ISC Cluster শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ১৭ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে এনএসডিসি সচিবালয় ও আইএলও বি-সেপ প্রকল্পের আয়োজনে এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে সকল আইএসসিসমূহের প্রতিনিধিদের অংশ-গ্রহণে Finalization of ISC Cluster শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অথিতি ছিলেন বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা

দক্ষতা উন্নয়ন সংবাদ পরিক্রমা

এনএসডিসি সচিবালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

চিত্র ১৬: এনএসডিসি সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত আইএসসি ক্লাস্টার চূড়ান্তকরণ বিষয়ক সভা।

চিত্র ১৭: 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ পুনঃরীক্ষণ' শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতিনিধিগণ।

বোর্ডের চেয়ারম্যান ডঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান। এনএসডিসি ও আইএলও এর বি-সেপ প্রকল্পের কনস্যালটেন্ট ডঃ মোঃ নজরুল ইসলাম এ পর্যন্ত গঠিত ১২টি আইএসসির জন্য প্রস্তাবিত সাব-সেক্টরসমূহ উপস্থাপন করেন এবং অংশগ্রহণকারী সকলের মতামত নিয়ে তা পুর্নবিন্যাস করেন। আইএসসির জন্য প্রস্তাবিত সাব-সেক্টরসমূহের মধ্যে আইসিটি সেক্টরের দুইটি সাব-সেক্টর যথা- হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার, এগ্রোফুডের সাব সেক্টরে মিট প্রসেসিং সংযোজন, টুরিজ্যম ইন্ডাস্ট্রিতে এন্টারটেইনমেন্ট সংযোজন, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সাব সেক্টরের ইন্ডাস্ট্রিতে ফাউন্ড্রি, ডাই ও মোল্ড, রিপেয়ার ও মেইনটেনেন্স সার্ভিস সংযোজন, লেদার সাব সেক্টরে লেদার গুড এক্সেসরিজ, লেদার ওয়েস্ট বেজড প্রোডাক্ট সংযোজন, ফার্ণিচার সেক্টরে উড, মেটাল, বাশঁ ও বেত ইত্যাদি ফার্নিচার সংযোজন, সিরামিক সেক্টরে সিরামিক আরথেন ওয়্যার সংযোজন ইত্যাদি সকলের মতামতের প্রেক্ষিতে পুনঃবিন্যাস করা হয়। ১২টি আইএসসির পাশাপাশি পাট, শিপ বিল্ডিং ও শিপ ব্রেকিং, জুয়েলারী ও জেমস, প্লাস্টিক, রাবার, কৃষি ইত্যাদি আইএসসি গঠনেরও প্রস্তাব পেশ করা হয়।

ফটো গ্যালারি

প্রধান উপদেষ্টা

জনাব এ বি এম খোরশেদ আলম
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব)

সম্পাদনা পরিষদ

জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম
পরিচালক (উপসচিব)

জনাব আবু মোঃ আরিফ সিদ্দিকী
পরিচালক

জনাব নেপাল চন্দ্র কর্মকার
উপপরিচালক (সহযোগী অধ্যাপক)

জনাব মোঃ কামরুজ্জামান
উপপরিচালক

জনাব মোঃ আব্দুল মাজেদ
উপপরিচালক

জনাব শুভ্রা রায়
উপপরিচালক (দায়িত্বপ্রাপ্ত)

সম্পাদক

জনাব নাহিদ আখতার শান্তা
গবেষণা কর্মকর্তা

সরকারি, বেসরকারি সংস্থার যেকোন দক্ষতা উন্নয়ন সম্পর্কিত সংবাদ, বিজ্ঞপ্তি, কর্মকান্ড থাকলে তা **'দক্ষতা উন্নয়ন সংবাদ পরিক্রমায়'** প্রকাশের জন্য এনএসডিসি সচিবালয়ের ঠিকানায় যোগাযোগের জন্য সবিনয় অনুরোধ করা হলো। দক্ষতা উন্নয়ন সংবাদ পরিক্রমা প্রতি মাসে এনএসডিসি সচিবালয় থেকে প্রকাশিত হয়।

এনএসডিসি সচিবালয় (২য় তলা), টেলিকম ট্রেনিং সেন্টার, ৪২৩-৪২৮ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা- ১২০৮ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
টেলিফোন নম্বরঃ ৮৮৯১০৯১, ৮৮৯১০৯৩, ৮৮৯১০৯৬, ফ্যাক্সঃ ৮৮৯১০৯২, ইমেইলঃ nsdcsecbd@yahoo.com, ওয়েবসাইটঃ www.nsdc.gov.bd